চর্যাপদের কবিতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগের

অধীনস্থ

ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদের পরিবেশনা

SNLTR

© & Ⓟ ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে যে চারটি পুথি উদ্ধার করেন তাদের মধ্যে *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়* নামের পুথিটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* নামে প্রকাশিত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সেন প্রমুখ পণ্ডিত এই পুথির ভাষাকে বাংলার প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই ধ্বনিমুদ্রিকাটি চর্যার নির্বাচিত আটটি পদের বাচিক উপস্থাপনা। মূল চর্যায় প্রতিটি পদের সঙ্গে রাগের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। বর্তমান ধ্বনিমুদ্রিকার যন্ত্রানুষঙ্গে সে রাগ অনুসরণ করা হয়নি।

ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ গত এক দশক যাবৎ ভাষাকে প্রযুক্তির মিশেলে জনমুখী ও যুগোপযোগী করে তোলার কাজে নিয়োজিত। বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শনকে একালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এটি একটি সময়োপযোগী প্রযুক্তি-বান্ধব উদ্‌যোগ বলে আমরা মনে করি।

এই কাজে আমাদের হাত ধরেছেন একালের বিশিষ্ট দুই বাচিক শিল্পী—শ্রী জগন্নাথ বসু এবং শ্রীমতী ঊর্মিমালা বসু। চর্যার মূল পাঠ এবং নিহিতার্থের জন্য আমরা নির্ভর করেছি ড. মাহবুবুল হক সম্পাদিত *চর্যাগীতি পাঠ* গ্রন্থের উপর। আটটি চর্যার আধুনিক বাংলায় অনুসৃজনের কাজটি করেছেন একালের আর এক বিশিষ্ট রূপদক্ষ শিল্পী শ্রী দীপ্ত দাশগুপ্ত। এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রোতা-পাঠকের সুবিধার জন্য চর্যার মূল পাঠের সঙ্গে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত পাঠকেও আমরা পাশাপাশি রাখলাম।

এই উদ্‌যোগে আমরা সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগের।

চর্যা-এক

পদকর্তা : লুইপা || রাগ : পটমঞ্জরী

কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥
এড়িঅউ ছান্দ বান্ধ করণ কপটের আস।
সূনু পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে দীঠা।
ধমন চবণ বেণি পিণ্ডী বইঠা॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

এ দেহ তরুতে ডাল আছে পাঁচখানি
অস্থির মন মরণেরই হাতছানি।
দৃঢ় চিত্তেই মহাসুখ বুঝে নাও
লুই বলে, পথ গুরুকে শুধিয়ে যাও।
যে জন রয়েছে সর্বদা ধ্যানমগ্ন
সুখে-দুখে তারও আসে অন্তিমলগ্ন।
কামনা-বাসনা সাজানো যা কিছু ফেলে
উড়ে যাও তুমি শূন্যেই ডানা মেলে।
লুই বলে, আমি দেখেছি গভীর ধ্যানে
শ্বাসের গ্রহণ বর্জন একই স্থানে।

চর্যা-দুই

পদকর্তা : কুক্কুরীপা || রাগ : গবড়া

দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গান ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগই॥
দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই॥
অইসনী চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইল।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইল॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

কাছিম দুইয়ে দেখি পিটা উপ্চায়
গাছের তেঁতুল সব কুমিরেই খায়।
এ'ঘর দুয়ার উঠানেই বউ তোর
কানের দুলটি মাঝরাতে নেয় চোর।
ঘুমায় শ্বশুর, বউ থাকে শুধু জেগে
ওই দুলটিকে কার কাছে নেবে মেগে।
কাকের ভয়েতে বউটি কাটায় দিন
রাতে মহাসুখে কামনায় হয় লীন।
এ'চর্যা গায় কুক্কুরীপাদ বটে
কোটির মধ্যে ঢোকে একটির ঘটে।

চর্যা-পাঁচ

পদকর্তা : চাটিলপা || রাগ : গুঞ্জরী

ভব ণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই
পারগামি লোঅ নীভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদঅদিড়ি টাঙ্গি নিবাণে কোড়িঅ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহি।
নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহি॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পূছহু চাটিল অনুত্তরসামী॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

গুরু গম্ভীর ওই ভবনদী বয়ে যায় খরবেগে
নেই কোনো থই, কর্দমাক্ত নদীপাড় রয় জেগে।
দুই পাড় বেঁধে ধর্মের সাঁকো চাটিল দিলোরে গড়ে
পারগামীলোক নির্ভয়ে যাতে ওই নদী যায় ত'রে।
চিরে ফালা করে বৃহৎবৃক্ষ, পাটি জুড়ে মাঝখানে
জ্ঞানী টাঙী নিয়ে সুদৃঢ় চিত্তে চলে যাও নির্বাণে।
সাঁকো দিয়ে সোজা যাবে চলে, বৃথা ডান বাঁ হবে না মোটে
নিকটে যখন মুক্তি তখন মন কেন বৃথা ছোটে।
শোনো হে তোমরা, ঠিকঠাক নদী পার হতে যদি চাও
চাটিলপাদকে শুধিয়ে যাওয়ার পথটিকে জেনে নাও।

চর্যা-ছয়

পদকর্তা : ভুসুকুপা || রাগ : পটমঞ্জরী

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহুঁ কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুক অহেরী॥
তিণ ন ছুবই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলহ ন জাণী॥
হরিণী বোলই সুণ হরিণা তো।
এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরঙ্গাতেঁ হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুক ভণই মূঢ়া-হিঅহি ণ পইসই॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

কার কাছে যাই, বর্জন করি কাকে
চারদিক থেকে কে যেন আমায় ডাকে।
নিজের মাংস হরিণের হয় কাল
শিকারি ভুসুকু করে শুধু নাজেহাল।
দুখি হরিণটি খায় না ঘাস বা জল
হরিণীটি তোর কোথায় যায় রে বল।
হরিণী বলেছে ‘মুক্তিই যদি চাস
হরিণরে তুই বন ছেড়ে চলে যাস।’
মিলায় যে খুর হরিণরে ছোটে তাই
মূর্খ কি বোঝে ভুসুকুতত্ত্ব, ছাই।

চর্যা-দশ

পদকর্তা : কৃষ্ণপা [কাহ্নপা] || রাগ : দেশাখ

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মই সাঙ্গা।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গা॥
এক সো পদমা চউসট্ঠী পাখুড়ি।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি॥
হালো ডোম্বী তো পূছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণহ ডোম্বি অবর মো চাঙ্গিড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়া-পেড়া॥
তু লো ডোম্বী হউঁ কাপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।
সরবর ভাঙ্গিঅ ডোম্বী খাহ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

শহর ছাড়িয়ে দেখি লো ডোমনি আছে তোর ওই কুঁড়ে
তুই তো রে দেখি নেড়া বামুনকে ছুঁয়ে যাস মন জুড়ে।
শোন রে ডোমনি, ভেবেছি আজকে তোকেই করব বিয়ে
কাহ্নু নগ্ন কাপালিক আজ সব জাত ছেড়ে দিয়ে।
সে এক পদ্ম চৌষট্টিটা পাপড়ি ছড়ানো আছে
তার উপরে চড়ে ডোম্বী বাপুড়ী ঘোর উদ্যমে নাচে।
ওরে ও ডোমনি, সদ্‌ভাবে পুছি একটা জবাব দে
এমনও কি নাও আছে রে কোথাও তোকে পার করবে।
চ্যাঙারী কি তাঁত কখনও কিছুই তুইতো বেচিস নারে
তোরই তরে আজ কাহ্নু হেলায় নট্টসজ্জা ছাড়ে।
তুই তো রে সেই ডোমনি আমার, আমি কাপালিক সাঁই
সব সাজ ছেড়ে হাড় মালা আজ গলায় পরেছি তাই।
পদ্মের মধু খেলিরে ডোমনি জল কেটে সরোবরে
তোকেই মারব ওরে ও ডোমনি, নেব তোর প্রাণ কেড়ে।

চর্যা-সাতাশ

পদকর্তা : ভুসুকুপা || রাগ : কামোদ

আধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গা উল্লসিউ॥
চালিঅ সসহর মাগে অবধূই।
রঅণহু সহজে কহেই॥
চালিঅ সসহর গউ নীবাণেঁ।
কমলিনী কমল বহই পণালেঁ॥
বিরমানন্দ বিলক্খণ সূধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বূধ॥
ভুসুকু ভণই মই বূঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলে॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

অর্ধেক রাত ধ'রে ফুটে ওঠে পরম ইন্দীবর
কাঁপে বত্রিশ যোগিনীর দেহ উল্লাসে থরথর।
চির আলোকের দেশে চলে গেল নিশীথের শশধর
দিব্যজ্ঞানের প্রভায় যে তার আলোকিত অন্তর।
ঘুচে গেল তার সব চপলতা পৌঁছিয়ে নির্বাণে
মৃণাল ছাড়া কি কোনোদিন কোনো পদ্ম ফুটতে জানে?
যেজন জেনেছে বিরমানন্দ জীবনের সার শুদ্ধ
দুঃখের এই পৃথিবীর মাঝে সেইতো পরম বুদ্ধ।
মহামিলনেই তাইতো ভুসুকু বুঝেছে পরমানন্দ
মহাসুখলীলা অনুভবে ধরা দিয়েছে সহজানন্দ।

চর্যা-আঠাশ

পদকর্তা : শবরপা || রাগ : বরাড়ী

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গা পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলি গুহারী।
তোহোরী ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভূঅঙ্গা ণইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সূণ নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ ধনুআ বিন্ধ ণিঅ মনে বাণেঁ।
একে সর সন্ধানেঁ বিন্ধহ পরম ণিবাণেঁ॥
উমত সবরো গরুআ রোসেঁ।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

বড় উঁচু ওই পর্বতমালা, বালিকা শবরী রয়
পরণে ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জের মালা বয়।
মত্ত শবর, উন্মাদ তুই, এবার কর না চুপ
ওই যে ঘরণী, শবরী যে তোর সহজিয়া যার রূপ।
মুকুলিত সব বৃক্ষের ডাল গগনেই বিস্তারি
ভ্রমিছে সে বনে কানে কুণ্ডল শবর বজ্রধারী।
শবর বিছাল সুখের শয্যা তিনটি ধাতুর ঘাটে
নৈরামণির সঙ্গেই প্রেমে সেখানেই রাত কাটে।
তাম্বুল সহ কর্পূর খায় সে নিশায় মহাসুখে
নিরাকার সেই নৈরামণিরে কণ্ঠে জড়িয়ে রাখে।
গুরুবাক্যকে ধনু মনে করে নিজ মন করো বিদ্ধ
এক-একটি শরে বিঁধলে মুক্তি তখনই কার্যসিদ্ধ।
মত্ত শবর গিরির শিখরে প্রবল রোষেই থাকে
প্রবেশ করেছে গিরিসন্ধিতে, কোথাও পাবে না তাকে।

চর্যা-তেত্রিশ

পদকর্তা : ঢেণ্ঢণপা || রাগ : পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গাসঁ সাপ চঢ়িল জাই।
দুহিল দূধু কি বেণ্টে সামাই॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে॥
জো সো বুধী সোহি নিবুধী।
জো সো চোর সোহি সাধী॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জূঝই।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলেঁ বূঝই॥

আধুনিক বাংলা রূপান্তর

ঘর যে আমার টিলার ওপর নেইকো প্রতিবেশী
হাঁড়িতে নেই এককোঁটা ভাত অতিথি তাও বেশি।
হায় রে, আজও এই সংসার বাড়ছে ব্যাঙের মতো
বাটেই ফিরে যাচ্ছে দেখি দোয়ানো দুধ যত।
বলদই দেয়, গোরু তো দুধ পারে না আর দিতে
তিনসন্ধ্যায় দোয়ালো দুধ পিটায় ভরে নিতে।
যার আছে বোধ এই সংসারে নির্বোধ তারে কয়
যারা চোর ঠিক সাধু নামে তারা পেয়ে যায় পরিচয়।
প্রতিদিন তাই সিংহ শিয়ালে বৃথা অকারণ যোঝে
ঢেণ্ঢণ গায়, যদিও সে গান কয়জন আর বোঝে।